



14055 - মানবজাতির ধর্মের প্রয়োজন কেন?

প্রশ্ন

মানুষের ধর্মের প্রয়োজন কেন? মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানব-রচনা আইনকানুনই কি যথেষ্ট নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ধর্মের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা জীবনের অন্য সব জরুরী বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষিতার চেয়ে মুখ্য। কারণ মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পয়েন্টগুলো জানা আবশ্যিক। তাকে অবশ্যই এমন কিছু করতে হবে যা তার কল্যাণ সাধন করে এবং এমন কিছু করতে হবে যা তার অনিষ্টকে প্রতিহত করে। শরীয়ত-ই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে কোন কাজ উপকারী ও কোন কাজ ক্ষতিকর। শরীয়ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ইনসাফ এবং বান্দাদের মাঝে এটি আল্লাহর নূর। শরীয়ত ছাড়া মানুষের জন্য বসবাস করা সম্ভবপর নয়; যার মাধ্যমে তারা করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

মানুষের যহেতে ইচ্ছাশক্তি আছে সেহেতে তাকে জানতেই হবে সে কী চায়? সেটা কি উপকারী; নাকি ক্ষতিকর? সেটা কী তার কল্যাণ করবে; নাকি তাকে ধ্বংস করে দিবে?

এর কিছু বিষয় হয়তো কিছু মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি (ফিতরাত) দিয়ে জানতে পারে। কিছু বিষয় নিজের বিবিকে-বুদ্ধি খাটিয়ে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে অবগত হতে পারে। আর কিছু বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারে না যতক্ষণ না রাসূলরো সগেলো তাদেরকে জানায়, ব্যাখ্যা করে এবং সগেলোর দিকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। [দখুন: শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যার আত-তাদমুরিয়া (পৃ. ২১৩, ২১৪) ও মফিতাহু দারসি স'আদাহ (খণ্ড: ২, পৃ. ৩৮৩)]

নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদী মতাদর্শগুলো যত বাড়াবাড়ি করুক, যত চাকচিক্য দেখোক এবং নানা প্রকার চিন্তা ও মতাদর্শ নিয়ে হাজরি হোক না কেন সগেলো ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সঠিক ধর্মের বকিল্প নয় এবং আত্মা ও শরীরের প্রয়োজন মতোতে সক্ষম নয়। বরং ব্যক্তি যত বেশি এ মতাদর্শগুলোর গভীরে প্রবেশ করবে তত বেশি সে নিশ্চিতি হবে যে এগুলো তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে না, তার পিপাসা মতোতে পারে না। এগুলো ছেড়ে সঠিক ধর্মে ফিরে আসা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। আরনস্ট রনো বলেন: “আমরা যা কিছুকে ভালোবাসি তার সবই ফুরিয়ে যেতে পারে। বিবিকে-বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও শিল্প ব্যবহারের জীবন বাতলি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ধার্মিকতা বাতলি হওয়া অসম্ভব। বরং ধর্ম টিকে থাকবে বস্তুবাদী মতাদর্শ

বাতলি হওয়ার পক্ষ্যে প্রমাণ হিসেবে; যে মতাদর্শ মানুষকে পার্থক্যে জীবনরে নকিষ্ট সংকীর্ণতায় বঁধে ফলেতে চায়।”[দখুন: আব্দুল্লাহ দাররায় রচতি ‘আদ-দবীন’ (পৃ. ৮৭)]

মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজদী বলনে: “ধার্মকিতার চনিতা বলিপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ এটি মানুষরে সর্বোত্তম মানবকি ঝাঁক ও শ্রেষ্টতম অনুভূতি। এমন এক ঝাঁক যা মানুষরে মাথাকে উন্নীত করে। এই ঝাঁক আরও বৃদ্ধি পতে থাকবে। মানুষ যতদনি ববিকে-বুদ্ধি সম্পন্ন থেকে সুন্দর ও অসুন্দরকে চনিতে সমর্থ হবে ততদনি স্বভাবজাত ধার্মকিতা তাকে তাড়িয়ে বড়াবে। তার অনুধাবনরে মাত্রা যত উঁচু হবে, জ্ঞান-গরমিা যত বৃদ্ধি পাবে তার মাঝে এ সহজাত ধার্মকিতা ততই প্রবল হবে।” [প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭]

যখন মানুষ তার প্রভু থেকে দূরে সরে যায় তখন সে তার বোধগম্যতার মাত্রা ও জ্ঞানরে প্রশস্ততা অনুসারে বুঝতে পারে যে, নিজরে প্রভু ও তাঁর জন্য করণীয় সম্পর্কে সে কত অজ্ঞ, নিজরে সম্পর্কেও সে কত অজ্ঞ, তার জন্য কী ভালো, কী খারাপ, কীসে তাকে সুখী করবে এবং কীসে তাকে অসুখী করবে সে সম্পর্কেও সে কত অজ্ঞ। সে বুঝতে পারে যে, জ্যোতির্বিদ্যা, ছায়াপথ বজ্জ্ঞান, কম্পিউটার বজ্জ্ঞান, নডিকলিয়াসরে খুঁটিনাটি সম্পর্কে সে কত অজ্ঞ...। তখন সে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহংকার থেকে বনিয় ও আত্মসম্পন্নরে দকি ফরিে আসে এবং বশ্বাস করে যে, এসব জ্ঞান-বজ্জ্ঞানরে পছনে একজন প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী আছনে, প্রকৃতি পছনে একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আছনে। এই সত্য একজন ন্যায়-বচিরক গবেষককে অদৃশ্যরে প্রতি ঈমান আনতে, সঠিক ধর্ম গ্রহণ করতে এবং মানুষরে সহজাত প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দতিে বাধ্য করে...। যা থেকে বচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একজন মানুষরে সহজাত প্রবৃত্তি বিকৃত হয়ে যায় এবং সে নর্রিবাক পশুর চয়েে অধমে পরণিত হয়।

এর থেকে আমরা এই সদিধানতে আসতে পারি যে, সত্য-দবীন গ্রহণ করা (যা আল্লাহর একত্ববাদ ও শরয়িত অনুযায়ী তাঁর দাসত্ব করার উপর নর্রিভরশীল) জীবনরে জন্য একটি অপরহির্য উপাদান; যাতে করে এর মাধ্যমে ব্যক্তি বশ্ব জগতরে প্রভুর জন্য নিজরে দাসত্বকে বাস্তবায়ন করতে পারে, দুনিয়া ও আখিরাতে কলান্তি, অবসাদ ও দুর্ভাগ্য থেকে নিজেকে নরিাপদ ও সুখে রাখতে পারে। মানুষরে যুক্তগিত শক্তিকে পরপূরণ করবার জন্যেও এটি অপরহির্য। এর মাধ্যমেই মানুষরে ববিকে তৃপ্তি খুঁজে পায়; এটি ছাড়া ববিকে তার উচ্চ আশা বাস্তবায়ন করতে পারে না।

এটি আত্মকে শুদ্ধ করা ও আবগেকে পরচির্যা করবার জন্যেও অপরহির্য উপাদান। কারণ মহৎ আবগেগুলো ধর্মীয় অঙ্গনে উর্বর ভূমি ও নরিবধি ঝরনা খুঁজে পায়; লক্ষ্যরে নাগাল পায়।

এটি ইচ্ছাশক্তিকে পরপূরণ করবার জন্যেও অপরহির্য; যহেতে এটি ইচ্ছাশক্তিকে সর্বোত্তম প্ররণা ও শ্রেষ্ট উদ্দীপনা সরবরাহ করে এবং নরিাশা ও হতাশার কারণগুলোকে প্রতরিোধ করার জন্য সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্ররে সুসঞ্জতি করে।

কটে কটে বলে থাকে: “মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিকি”, পূর্বরে আলোচনার আলোকে আমাদের বলা উচতি: “মানুষ সহজাতভাবে



ধার্মিক।”[দেখুন: প্রাগুক্ত (পৃ. ৮৪, ৯৮)] কারণ মানুষ দুই প্রকার শক্তির অধিকারী: জ্ঞানগত তত্ত্বীয় শক্তি ও জ্ঞানগত ইচ্ছাশক্তি। তার পূর্ণ সুখ-সৌভাগ্য এই দুই শক্তির পূর্ণতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানগত শক্তি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে:

- ১- সৃষ্টি ও জীবিকাদাতা উপাস্যকে জানা, যিনি মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উপর অজস্র নিয়ামত চলে দিয়েছেন।
- ২- আল্লাহর নাম ও গুণাবলি এবং কোন কোন বিষয়গুলো তাঁর জন্য আবশ্যকীয় সেগুলো জানা। তাছাড়া বান্দাদের উপর এই নামগুলোর প্রভাব জানা।
- ৩- যাই রাস্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয় সেই রাস্তা জানা।
- ৪- মানুষকে এই রাস্তাতে ও চরিত্র সুখে পৌঁছাতে বাধা দিয়ে এমন প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ-আপদগুলো জানা।
- ৫- নিজেকে সত্যিকারভাবে জানা। আপনার নিজের কী প্রয়োজন, কী আপনার জন্য উপকারী বা অপকারী, নিজের মাঝে বদ্যমান গুণাবলি ও দোষ-ত্রুটিগুলো জানা।

এই পাঁচ প্রকার জানার মাধ্যমে মানুষ তার জ্ঞানগত শক্তিকে পরিপূর্ণ করতে পারে। জ্ঞান ও ইচ্ছার শক্তি কখনও পরিপূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না বান্দা তার উপর আল্লাহর অধিকারগুলো রক্ষা করে এবং নিষ্ঠার সাথে, আন্তরিকভাবে, কল্যাণকামতি, অনুসরণ ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে পালন করে। এ শক্তিদ্বয় পরিপূর্ণতা পাওয়ার কোন উপায় নাই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। কারণ বান্দা আল্লাহর দিকে অপরহিঁয়ভাবে মুখাপেক্ষী তিনি যেন তাকে সরল পথ দেখান যভাবে তিনি তাঁর ওলদদেরকে (মতিদরদেরকে) পথ দেখিয়েছেন।[দেখুন: আল-ফাওয়াইদ (পৃ. ১৮-১৯)]

যখন আমরা জানতে পারলাম যে সঠিক ধর্ম মনরে বিভিন্ন শক্তির জন্য ঐশী মদদ, সুতরাং ধর্মই সমাজের প্রতিক্ষা ব্যূহ। কারণ মানবজীবন সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। এই সহযোগিতা ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ না কোন একটি বধিান তাদের সম্পর্কগুলোকে বহিবিদ্ধ করবে, দায়িত্বগুলো নির্ধারণ করবে এবং অধিকারগুলোকে নিশ্চিতি করবে। এ বধিানের এমন কোন কর্তৃত্ব থাকা অনবির্ষ যা কোন ব্যক্তিকে বধিান লঙ্ঘন করা থেকে প্রতিহত করবে, বধিান মনে চলতে উৎসাহিত করবে, মানুষের মনরে মধ্য এ র ভয় জাগ্রত রাখবে এবং এর সীমা অতিক্রম করা থেকে বারণ করবে। কী সেই কর্তৃত্ব? আমি বলব: পৃথিবীর বুকে ধার্মিকতার শক্তির মত বা এর কাছাকাছি অন্য কোনও শক্তি নাই; যে শক্তি আইনের সম্মান করা নিশ্চিতি করবে, সামাজিক সংহতির গ্যারান্টি দিবে, শৃঙ্খলা স্থতিশীল রাখবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ একত্রিত করবে।

এর অন্তর্নহিত কারণ হলো: মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে এদিক থেকে আলাদা যে, তার ঐচ্ছিক কাজকর্ম এমন কছির

দ্বারা পরচালিত হয় যা চোখে দেখো যায় না ও কানে শোনো যায় না। তা হচ্চে এমন এক ধর্মবিশ্বাস যা তার আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিশুদ্ধ করে। মানুষ সর্বদা বিশ্বাস দ্বারা পরচালিত; সটো সঠিকি হোক বা ভুল হোক। যদি তার বিশ্বাস সঠিক হয় তাহলে তার সব কিছু সঠিকি হয়। আর তার বিশ্বাস নষ্ট হলে সব কিছু নষ্ট হয়।

বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস উভয়টি মানুষের উপর স্বয়ংক্রিয় প্রযবক্ষেপক। এই দু'টি (যমেনটি সর্বস্বতররে মানুষদরে মাঝে দেখো যায়) দুই প্রকার:

- সৎ গুণ, মানবিক মর্যাদা ও আরও য়ে সব মুক্ত মূল্যবোধ আছে সেগুলোর মূল্যে বিশ্বাস করা। উন্নত চরিত্রধারীরা যগুলেকে লঙ্ঘন করতে সংকোচ বোধ করে; এমনকি যদি তাদেরকে এ লঙ্ঘনের বস্তুগত শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে হয় তবুও।
- মহান আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখা য়ে তিনি সকল গোপন বিষয়াবলির প্রযবক্ষেপক, তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয় জানেন। তাঁর আদেশ-নিষেধে শরীয়তরে কর্তৃত্বরে উৎস। তাঁর প্রতিভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা কথিবা উভয়টির সমন্বয়ে অনুভূতগুলো জ্বলে ওঠে। ... নঃসন্দহে উল্লেখিত প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এই প্রকারটি মানুষরে মনরে উপর সর্বাধিক শক্তিশালী কর্তৃত্বশীল। কুপ্রবৃত্তির ঝড় ও আবগে-অনুভূতির পরবির্তনরে মোকাবেলায় এই প্রকার বিশ্বাসই সর্বাধিক শক্তিশালী। সাধারণ ও বিশেষ মানুষদরে মনে এটি সর্বাধিক দ্রুত পট্টে যায়।

এ কারণে ধর্ম হচ্চে মানুষরে পারস্পরিক আচার-ব্যবহারকে ন্যায় ও ইনসাফরে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেষ্ট নশ্চয়তা। এ কারণে ধর্ম একটি সামাজিক অনবিার্যতা। শরীরে হৃৎপিণ্ডরে অবস্থান যমেন, মানবজাতির মাঝে ধর্মরে অবস্থান তমেন; এতে বসিময়রে কিছু নহে। [দখুন: আদ-দ্বীন (পৃ. ৯৮, ১০২)] যদি সাধারণভাবে ধর্মরে এ মর্যাদা হয়ে থাকে, তবে আজকরে বিশ্বে বহু ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠী লক্ষ্যণীয়। আপনি দেখেন, প্রত্যকে ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ও তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু, কোনটি সঠিকি ধর্ম যা মানবাত্মা য়ে লক্ষ্যে পট্টেহতে চায় সটো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে? সঠিকি ধর্মরে মূলনীতগুলোই বা কী?